জাতীয় নগর নীতি ২০২৫

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় নগর নীতি, ২০২৫

১। প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে শহর ও নগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নগরায়ণ বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশব্দে রূপ নিয়েছে। নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩২ ভাগ[১] হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর/শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগেরও[২] বেশি, যা পল্লী অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচ কোটির বেশি এবং বছরে প্রায় ৩ শতাংশ[৩] হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজধানী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশি। দেশে ৫৩২টি[৪] নগর কেন্দ্রের ভৌগোলিক আয়তন ১১,২৫৮ বর্গকিলোমিটার যা দেশের আয়তনের শতকরা ৭.৬৬ ভাগ[৫]। নগর এলাকার মধ্যে বসবাসরত শতকরা ৬০ ভাগ[৬] লোক সিটি কর্পোরেশনসমূহে এবং বৃহৎ অংশ ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাস করে। অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ণ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এছাড়াও দ্রুত নগরায়ণের কারণে বিদ্যমান অবকাঠামো ও পরিষেবার উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ সুবিধা ইত্যাদি পরিষেবা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদুপরি, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশের সামগ্রিক ও নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিরূপ প্রভাব ফেলছে। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে নগরায়ণের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার উদ্দেশ্যে 'জাতীয় নগর নীতি' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা নগরবাসীকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানে সহায়ক হবে। জাতীয় নগর নীতি প্রণয়নের ভিত্তি বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৮ এবং ১৯ নং অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে সাম্য, বাসস্থান এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নাগরিক সেবাসহ টেকসই ও পরিকল্পিত নগর পাবে। নগরের স্থানিক পরিকল্পনা, আবাসন, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বর্জ্য ব্যবস্থ্যপনা, কৃষিসহ সরকারের অন্যান্য আইন ও নীতির বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে, সকল আইন ও নীতির অনুচ্ছেদসমূহ জাতীয় নগর নীতি, ২০২৫ এর সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে।

যদিও দেশে ৫৩২টি নগরকেন্দ্র আছে, তন্মধ্যে এই নীতি স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন-২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর আলোকে ঘোষিত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে।

২। লক্ষ্য

নগরবাসীর অংশীদারত্বে সকলের জন্য বাসযোগ্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশ-বান্ধব, জলবায়ু সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে নগর ও শহরগুলো বিকেন্দ্রীকরণ ও কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সাধন এবং সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন।

---

[১] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। (২০২৩)। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২

[২] বিশ্বব্যাংক। (২০২৩)। *বিশ্ব উন্নয়ন সূচক।* বিশ্বব্যাংক গ্রুপ

[৩] জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ, জনসংখ্যা বিভাগ। (২০২২)

[৪] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। (২০২২)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপুস্তক ২০২১

[৫] পরিকল্পনা কমিশন। (২০২০)। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০ – জুন ২০২৫)

[৬] বিশ্বব্যাংক. (২০১৫). Leveraging urbanization in Bangladesh: Managing spatial transformation for prosperity and livability.

৩। উদ্দেশ্য

এই নীতির লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত, তথ্য প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সকল সম্ভাবনা ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুফল বিবেচনা করে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা: টেকসই উন্নয়নের জন্য নগরায়ণ ব্যবস্থার কাঠামোবদ্ধ ক্রমবিন্যাস ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিকল্পিত নগরায়ণ। নগর ভূমি ব্যবস্থাপনা, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবস্থাপনা, নগর ও পল্লী এলাকার আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বিত উন্নয়ন, সকলের জন্য নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা এবং নগর ব্যবস্থাপনা কৌশল ও পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জলবায়ুসহিষ্ণু নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে, বিদ্যমান প্রশাসনিক সীমানার পাশাপাশি উপযুক্ত ভৌগোলিক একক বা গ্রিডভিত্তিক স্থানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

২. নগর পরিষেবা নিশ্চিত করা: নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ অন্যান্য নিত্য পরিষেবা যেমন—পানি, স্যানিটেশন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবহণ ব্যবস্থাপনার এবং নাগরিক নিরাপত্তা পরিষেবার যথাযথ প্রতিপালন। বিদ্যমান প্রশাসনিক সীমানার পাশাপাশি উপযুক্ত ভৌগোলিক একক বা গ্রিডভিত্তিক স্থানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নগর পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান পরিচালিত হবে

৩. নগরের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: নগর পর্যায়ে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর বিস্তার, বিনিয়োগ আকর্ষণ, নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও কর্মসৃজনের দ্বারা শহরের প্রতিযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণ।

৪. নগর সুশাসন: নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জেন্ডার ভারসাম্যতা নিশ্চিত করা, নগর-সংক্রান্ত গবেষণাকে উৎসাহিত করা, তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন।

৫. পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ জলবায়ুসহিষ্ণু পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে দূষণ নিয়ন্ত্রণপূর্বক জলবায়ুসহিষ্ণু টেকসই নগর গড়ে তোলা এবং আপৎকালীন প্রতিবন্ধকতা দুরীকরণে উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ।

৪। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নীতিসমূহ

৪.১ নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, নগরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার সকল নগরবাসীর জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করা।

৪.১.১ নগরায়ন এর ক্রমবিন্যাস ও প্রক্রিয়া

৪.১.১.১ নগর পরিসর/ এলাকা নির্ধারণ

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন-২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর বিধান, নগর-সম্পর্কিত অন্যান্য আইন ও বিধানে বর্ণিত নগর অঞ্চলের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের নগরসমূহের এলাকা নির্ধারণ ও শ্রেণিবিন্যাস করা।

৪.১.১.২ বিকেন্দ্রীকৃত নগরায়ণ

মেগাসিটি, মহানগর, মাঝারি শহর এবং ছোট শহরগুলোকে সম্পৃক্ত করে জাতীয় ও আঞ্চলিক অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় করে নগর বসতির একটি সমন্বিত গ্রাম-শহর সংযোগ ও

পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনসহ ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ণের বিকেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত করা। সেই অনুযায়ী মাঝারি শহরগুলোতে বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত করা।

৪.১.১.৩ নগরের ক্রমবিন্যাস

জনসংখ্যা ও আর্থিক সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের নগরসমূহের ক্রমবিন্যাস (Hierarchy)[৭] নিম্নরূপ :

ক) মেগাসিটি (জনসংখ্যা ১০০ লক্ষ বা তদূর্ধ্ব): মেগাসিটিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাসের পদক্ষেপ নেওয়া। বর্তমানে মেগাসিটি এলাকায় শিল্প ও অন্যান্য প্রধান খাতে অপরিকল্পিত বৃহৎ শিল্পকে নিরুৎসাহিত করে অন্যান্য অঞ্চল ও নগরে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

খ) মহানগর/ মেট্রোপলিটন সিটি (জনসংখ্যা ৫ লক্ষ থেকে অনূর্ধ্ব ১০০ লক্ষ): মহানগর সব ধরনের কর্মকাণ্ডের সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে সকল বিষয়ে উক্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। জনসংখ্যা নির্ধারিত সীমায় রেখে মহানগরসমূহের পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

গ) মাঝারি শহর/জেলা শহর (জনসংখ্যা ৫০,০০০ থেকে অনূর্ধ্ব ৫ লক্ষ): জেলা/ মাঝারি শহর জেলার অভ্যন্তরীণ প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে কৃষিপণ্য, প্রক্রিয়াজাত পণ্য, বসতবাড়ির ব্যবহার্য পণ্যসহ সাধারণ ভোগ্যপণ্যের বিপণন সুবিধা প্রদান করবে; আঞ্চলিকভাবে সংযুক্ত কেন্দ্রসমূহের মধ্যে পরিবহণ ও বিপণন সুবিধা প্রদান করবে; এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামো (প্ল্যান্ট) প্রতিষ্ঠা ও ক্ষুদ্র ভোগ্যপণ্য প্রস্তুত শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরিসর, অবকাঠমো ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদান করা।

ঘ) উপজেলা শহর, ছোট শহর/উপজেলা কেন্দ্র (জনসংখ্যা ২০,০০০ থেকে অনূর্ধ্ব ৫০,০০০): এ শহরগুলিতে প্রশাসনিক এবং পেশাগতভাবে দক্ষ সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি রাখা; কৃষিপণ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রক্রিয়াজাতপণ্য এবং খামারের দ্রব্যাদি বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪.১.১.৪ নগর ও পল্লী এলাকার আন্তঃসংযোগ ও সমন্বিত উন্নয়ন

ক) শহর ও গ্রামসমূহকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থায় যুক্ত করে চিকিৎসা, শিক্ষা ও, সরকারি সেবা পাওয়ার পাশাপাশি গ্রামে উৎপাদিত দ্রব্যাদি শহরে বিক্রয় করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ) একটি সমন্বিত জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করার মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং নগরের উপরে চাপ কমানোর জন্য সমন্বিত নগর ও পল্লী উন্নয়নে পরিকল্পনা কাঠামো তৈরি করা।

গ) জেলাভিত্তিক আঞ্চলিক পরিকল্পনা নিম্ন থেকে উর্ধ্বমুখী প্রয়োজনীয়তার আলোকে প্রণয়ন করা। পল্লী অঞ্চলে পরিকল্পনা ইউনিয়নভিত্তিক এবং শহর এলাকায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাভিত্তিক করা। জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিকল্পনাগুলো জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক তৈরি করা এবং এসব পরিকল্পনা সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়ন উৎসাহিত করা। সকল দাতা সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজ ও অর্থের সমন্বয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ) জেলাভিত্তিক আঞ্চলিক পরিকল্পনার কৌশল বিবেচনা করে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

---

[৭] *এখানে উল্লেখ্য যে শুমারি বা নগর পরিকল্পনার জন্য বিবিএস ও পেশাজীবীরা নগরের সংজ্ঞা ভিন্নভাবে গ্রহণ করতে পারবে।*

ঙ) নগরের পশ্চাদভুমি (Hinterland)-এর সাথে পরিবহণ যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করার জন্য স্থল, নৌ ও রেলভিত্তিক সর্বজনীন নিরাপদ সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক যাতায়াত সেবা (Commuter Service) প্রবর্তন।

৪.১.২ নগর ভূমি ব্যবস্থাপনা

৪.১.২.১ শহরের ভৌত উন্নয়নের জন্য দেশের বিদ্যমান পরিকল্পনা সম্পর্কিত নীতি, বিধি ও আইনসমূহকে বিবেচনায় রেখে ভূমি ব্যবহার ও জোনিং পরিকল্পনাসহ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, আইনগত বৈধতা প্রদানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৪.১.২.২ শহরের ভৌত উন্নয়নে ভূমির ঘাটতি মোকাবিলা ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আবাসনের জন্য যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উল্লম্ব সম্প্রসারণ (vertical expansion) কৌশলকে গুরুত্ব দেওয়া এবং পরিকল্পনায় ভূমি সাশ্রয়ী অবকাঠামো নির্মাণ, আবাসন ও নগরায়ণ নিশ্চিত করা।

৪.১.২.৩ নগর অঞ্চলে পানি, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমন্বিত পরিকল্পনা করা।

৪.১.২.৪ পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকাসমূহের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী কার্যক্রম হ্রাস করে ঝুঁকিপূর্ণ ভূমি সম্পদ সংরক্ষণ করা।

৪.১.২.৫ নগরের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করতে বহুমুখী দুর্যোগ সহনশীল পরিকল্পনা (Multi Hazard Risk Sensitive Plan[৮]) ও সংকটকালীন বিকল্প পরিকল্পনা (Contingency Plan[৯]) প্রণয়ন এবং ঝুঁকি সহনশীল নির্মাণ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্যোগপ্রবণ ভূমির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৪.১.২.৬ জনগণের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে খেলার মাঠ, পার্ক, জলাধার, উদ্যানসহ উন্মুক্ত স্থানসমূহে টেকসই সংরক্ষণ, কার্যকর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সকল ধরনের গণপরিসরে সকলের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা।

৪.১.২.৭ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিনোদনের জন্য বড় পরিসরে বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা।

৪.১.২.৮ পরিকল্পনায় নগর পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বৃদ্ধিকরণ এবং সৌন্দর্য বর্ধনে নগরের অভ্যন্তরীণ জলাভূমির (reed এবং wetland) সংরক্ষণ ও নতুন জলাশয় সৃজন করা।

৪.১.২.৯ নগর প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য নগরে পর্যাপ্ত নগর বনায়ন, নিচু ভূমি ভরাট না করা এবং ভূগর্ভস্থ পানি সঞ্চালনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা কংক্রিটমুক্ত (unpaved) রাখা এবং পানি শোষণের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা।

৪.১.২.১০ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এলাকা নির্দিষ্ট করা এবং আবাসিক এলাকায় বড় পরিসরে সেবাকেন্দ্র নির্মাণ নিষিদ্ধ করা।

৪.১.২.১১ অকৃষি কাজে কৃষি জমির ব্যবহার কঠোরভাবে সীমিত করতে হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা এবং পরিকল্পনা অনুসরণ করে যত্রতত্র স্থাপনা নির্মাণ না করা।

৪.১.২.১২ নগরের অভ্যন্তরীণ আবাসন, গৃহায়ণ ও নগরায়ণের ক্ষেত্রে Green Building/Eco-building/Energy Efficient Building Concept 3R Principle: Reduce, Reuse and Recycle বাস্তবায়ন করা।

---

[৮] এমন পরিকল্পনা যা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট ঝুঁকি (যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়, খরা, শিল্প দূষণ) বিবেচনা করে নগর বা অঞ্চলের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করে।

[৯] এমন একটি প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা যা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি বা জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি করা হয়, যাতে ঝুঁকি মোকাবেলা, ক্ষতি হ্রাস এবং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়।

৪.১.২.১৩ পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষার সংমিশ্রণে টেকসই নগর ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য, সকল নগর উন্নয়ন প্রকল্পে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা (Environmental and Social Safeguards) অন্তর্ভুক্তির বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।

৪.১.২.১৪ কাঠামো পরিকল্পনা ও বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল নগর উন্নয়নে, সমাজের সকলস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৪.১.২.১৫ প্রতিটি নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) একটি করে উপযুক্ত জনবল কাঠামো সৃজন করা।

৪.১.৩ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবস্থাপনা

৪.১.৩.১ শহর ও নগর এলাকায় আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে শক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক প্রনোদনাসহ বিশেষ সুবিধা প্রদান করা।

৪.১.৩.২ নগর স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৪.১.৩.৩ নতুন ভবন অনুমোদনের ক্ষেত্রে ছাদে সৌর প্যানেল বা অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি প্রযুক্তি স্থাপন উৎসাহিত করা।

৪.১.৩.৪ পরিবেশবান্ধব বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের উদ্যোগ (Waste-to-Energy) গ্রহণ করা।

৪.১.৪ নগরবাসীর জন্য নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা

৪.১.৪.১ সরকার কর্তৃক সর্বশেষ হালনাগাদকৃত জাতীয় আবাসন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবাসন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.১.৪.২ আবাসনের প্রকৃত চাহিদা ও যোগানের আলোকে আবাসন বাজার সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

৪.১.৪.৩ কার্যকর আবাসন ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে আইনগত কাঠামো (যেমন : ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, বিল্ডিং কোড, বিল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড, এলাকা/ব্লক/পাড়াভিত্তিক একই নকশার ভবন নির্মাণ প্রভৃতি) প্রয়োজন অনুসারে পর্যালোচনাপূর্বক সরকার কর্তৃক সময়োপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪.১.৪.৪ সাশ্রয়ীমূল্যে নিরাপদ আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বেসরকারিখাতকে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪.১.৪.৫ আবাসনের প্রয়োজনীয় ভূমি চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারের মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.১.৪.৬ সম্পত্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সহজ করার লক্ষ্যে সরকারের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.১.৪.৭ মহাপরিকল্পনায় নিম্ন আয়ের অধিবাসীদের/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের এলাকা নির্দিষ্ট করে বর্তমানে তাদের বসবাসের স্থানগুলোকে 'রক্ষাযোগ্য (Tenable)' ও 'রক্ষা অযোগ্য (Untenable)' হিসেবে মৌলিক অবস্থার উত্তরণ ও উন্নয়নের জন্য তালিকাভুক্ত করা। যেসকল বসতি 'রক্ষা অযোগ্য' হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে সেগুলো যথাযথ স্থানান্তর ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ন্যূনতম মৌলিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। সরকার/নগর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নগরের দরিদ্র ও অনানুষ্ঠানিক বসতির সকল অধিবাসীদের নগরে অবকাঠামোর সহজলভ্যতা এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৪.১.৪.৮ নিম্ন আয়ের স্বল্পমূল্যে আবাসন সুবিধা তৈরির জন্য পাড়া/মহল্লাগুলোকে বহুমুখী মহল্লাভিত্তিক সংগঠন (CBO) করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে আবাসনের জন্য নতুন ধরনের আর্থিক ব্যবস্থা (যেমন :

পাড়া/মহল্লাভিত্তিক সঞ্চয়-ঋণ সমবায় সমিতি, সমবায় ইউনিয়ন প্রভৃতি) তৈরি ও প্রসারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে নতুন ধারার ঋণ প্রদানকারী/অর্থায়নকারীদের উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যমান আইন, নীতিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পর্যালোচনা করে আরও শক্তিশালী করা।

৪.১.৪.৯ নিম্ন আয়ের মানুষের/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা মেটানোর লক্ষ্যে সাশ্রয়ীমূল্যে সরকারি উদ্যোগে আবাসিক অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক ভাড়াভিত্তিক আবাসন ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান করা।

৪.১.৪.১০ নগরে গৃহহীন ও পথশিশুদের জন্য উপযুক্ত আবাসনের ব্যবস্থা করা।

৪.১.৫ নগর ব্যবস্থাপনা কৌশল ও পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

৪.১.৫.১ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নগর স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন ব্যবস্থাপনায় সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের সকল ওয়ার্ডে নাগরিক ফোরাম/কমিটি গঠন করা।

৪.১.৫.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগর গঠনের লক্ষ্যে নগরের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা। এছাড়াও স্থানীয় সরকার কর্তৃক নিয়মিত বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী, রিপোর্ট, তথ্য-উপাত্ত উন্মুক্ত করা এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম অনলাইনে মনিটরিং ও স্বাধীন অডিটিং নিশ্চিত করা।

৪.১.৫.৩ বাৎসরিক বাজেটের উপর চাপ কমানোর জন্য সেবার ব্যয় পুনরুদ্ধার বিবেচনায় রেখে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সেবার যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করা।

৪.১.৫.৪ অবকাঠামো সেবা প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী, শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মতামত ও চাহিদা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা।

৪.১.৫.৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনগণ, এনজিও সমন্বয়ে কৌশল প্রণয়ন করা।

৪.১.৫.৬ নগর পরিচালন ও সেবা প্রদানের সকল ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আউটপুটকে বিবেচনায় রেখে তথ্য আদান প্রদানের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তথ্য-ভান্ডার দ্রুত হালনাগাদ করে নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত করা।

৪.১.৬ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং পর্যটনবান্ধব নগর

৪.১.৬.১ বিদ্যমান আইনের আলোকে যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ করা। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং পর্যটনবান্ধব নগর গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪.১.৬.২ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহ সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে জোরদার করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা।

৪.১.৬.৩ সমকালীন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, লোকজ ও ঐতিহ্যবাহী উৎসব পালনের ব্যবস্থা করা।

৪.১.৬.৪ নিরাপদ, আকর্ষণীয় এবং পর্যটনবান্ধব নগর গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.২ নগর পরিষেবা

৪.২.১ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা (WASH)

৪.২.১.১ নগরের অভ্যন্তরীণ জরিপের মাধ্যমে সুপেয় পানির জন্য ভূগর্ভস্থ জলাধার নিরূপণ করে সংরক্ষণ করা এবং সে সকল স্থানে কোনো চাষাবাদ, আবাসন বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন না করা।

৪.২.১.২ পানি সরবরাহকে দূষণমুক্ত ও নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.২.১.৩ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.২.১.৪ নগরীর সকল অধিবাসীর জন্য সমতাভিত্তিক নিরাপদ পানি সরবরাহ সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৪.২.২ কার্যকর নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

৪.২.২.১ নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৪.২.২.২ বর্জ্য অপসারণের জন্য মাশুল আরোপ করা এবং বর্জ্য সংগ্রহ কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে নগর স্থানীয় সরকারকে সহযোগিতা করা।

৪.২.২.৩ নিম্ন আয়ের আবাসিক এলাকাসহ নগরের সর্বত্র কমিউনিটিভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন ও বাস্তবায়নে নগর স্থানীয় সরকার কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.২.২.৪ মেডিকেল, প্লাস্টিক, শিল্প, তেজস্ক্রিয়, ইলেকট্রনিক ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের নীতিমালার আলোকে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা। শিল্প কারখানা ও মেডিকেল তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের পূর্বে দূষণকারী ও বিষাক্ত পদার্থ অপসারণের জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.২.২.৫ বর্জ্য থেকে সার প্রস্তুত ও শক্তি তৈরির জন্য সরকার কর্তৃক নগর স্থানীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা।

৪.২.২.৬ কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে সমন্বিতভাবে বৈজ্ঞানিক, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও জলাবদ্ধতা মুক্ত, বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র, কম্পোস্ট প্ল্যান্ট, সুনিয়ন্ত্রিত ভাগাড়, পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা যুক্ত পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী পদ্ধতি প্রচলন করা। এজন্য বেসরকারি খাত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের যৌথভাবে কাজ করা।

৪.২.২.৭ কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্জ্যের সংকোচন, সরাসরি পুনর্ব্যবহার, পরিবর্তিত পুনর্ব্যবহার, উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (ইপিআর) এবং সার্কুলার ইকোনমি ইত্যাদি নীতি অনুসরণ করা।

৪.২.২.৮ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কর্তৃক পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রিটমেন্ট সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থা, দেশি ও বিদেশি এনজিও, কমিউনিটি গ্রুপ এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

৪.২.৩ নগর পরিবহণ ব্যবস্থাপনা

৪.২.৩.১ পরিবহণ সেবার প্রকৃতি, বিন্যাস, গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি বিবেচনা করে নগর পরিবহণ নীতি প্রণয়ন করা। এই ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সর্বশেষ হালনাগাদকৃত জাতীয় সমন্বিত বহুমুখী পরিবহণ নীতিমালার আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.২.৩.২ সকলের জন্য সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিরাপদ ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সড়ক পথের চেয়ে রেলপথ ও নৌপথকে অগ্রাধিকার প্রদান। নগর পরিবহণ নীতি ও পরিকল্পনায়

অগ্রাধিকারের ক্রম হবে-পথচারী, সাইকেল ও অন্যান্য অযান্ত্রিকযান, প্যারাট্রানজিট, জনপরিবহণ ও ব্যক্তিগত পরিবহণ।

৪.২.৩.৩ পথচারীদের হাঁটার জন্য পর্যাপ্ত ফুটপাত ও রাস্তা পারাপারের সুবিধাসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

৪.২.৩.৪ সাইকেল ও অন্যান্য অযান্ত্রিক যানের জন্য শহরে আলাদা লেন তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.২.৩.৫ নগরে সকলের জন্য মানসম্পন্ন গণপরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.২.৩.৬ ব্যক্তিগত গাড়িকে নিরুৎসাহিত করার জন্য অফিস-আদালত, স্কুল, কলেজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নিজস্ব পরিবহণের ব্যবস্থা করা।

৪.২.৩.৭ নারী, শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং বয়স্কদের গণপরিবহণে চলাচলের বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সকল ধরনের নগর পরিবহণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪.২.৩.৮ অংশীদার প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যৌথভাবে টেকসই, নিরাপদ, মূল্যসাশ্রয়ী, প্রবেশগম্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জ্বালানি-সাশ্রয়ী, এবং পরিবেশবান্ধব সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৪.২.৩.৯ যাতায়াত চাহিদা হ্রাসে নগরের প্রতিটি এলাকায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা এবং গণপরিবহণ কেন্দ্রিক উন্নয়ন (Transit Oriented Development-TOD[১০]) উৎসাহিত করা।

৪.২.৪ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা

৪.২.৪.১ শহরের সকলস্তরের বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধিতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নিজস্ব তহবিল ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি) পরিচালনা করা।

৪.২.৪.২ রোগ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কমানোর উদ্দেশ্যে প্রতিরোধক কর্মসূচি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও জরুরি স্বাস্থ্য সেবাসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নগর সেবাসমূহ প্রদানে গুরুত্ব দেওয়া।

৪.২.৪.৩ নারী, শিশু, বয়স্ক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য জনঘনত্ব অনুসারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

৪.২.৪.৪ সংক্রামক ব্যাধি বা অন্য কোনো অতিমারি বা মহামারি থেকে শহরকে রক্ষার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণসহ অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.২.৪.৫ জীবনচক্রের প্রতিটি স্তরে শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী মা, দুগ্ধদানকারী মা'সহ সকল নাগরিকের প্রয়োজনীয় পুষ্টিপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করা এবং শহরে বসবাসরত দরিদ্র মানুষের জন্য পৃথক পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.২.৪.৬ শহরে অবস্থিত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং কমিউনিটিতে অতিরিক্ত ওজন কমানো এবং স্থূলতা (obesity) বিষয়ক শিক্ষা প্রদানে এবং শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম করার জন্য উৎসাহদানের ব্যবস্থা করা।

৪.২.৪.৭ শহরের নাগরিকদের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নগর স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহকে (যেমন : বাজার নিয়ন্ত্রণ কমিটি) ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা এবং খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

[১০] গণপরিবহনকে কেন্দ্র করে ঘন, হাঁটাচলাযোগ্য ও মিশ্র-ব্যবহারভিত্তিক নগর এলাকা গড়ে তোলার পরিকল্পনা ও নকশা পদ্ধতি।

৪.২.৪.৮ সেবা চাহিদা ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্যের সঙ্গে সমন্বয় করে উপযুক্ত ব্যবহার কর (User fees) আরোপ করা। ক্ষেত্রবিশেষে ভরতুকি প্রদানের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের ব্যবহারকারীদের ন্যূনতম চাহিদা মেটানো এবং অপব্যয় রোধ ও যোগানের সঙ্গে বর্ধিত চাহিদা সমন্বয়ের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

৪.২.৫ নাগরিক নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা

৪.২.৫.১ নাগরিকদের/নগরের জনগণের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.২.৫.২ স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিটি ওয়ার্ড/পাড়া-মহল্লায় কমিউনিটি পুলিশিং জোরদার করা।

৪.২.৫.৩ নগরে অগ্নি নিরাপত্তা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি ব্যবস্থা জোরদার করতে ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্স, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় করা।

৪.২.৬ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা

৪.২.৬.১ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা ডিজিটাল অনলাইন সেবা চালুর মাধ্যমে তথ্যভান্ডার তৈরি, কর আদায়, ট্রেড লাইসেন্সসহ সকল নাগরিক সেবায় তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৪.২.৬.২ স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারসহ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, গণপরিবহণ বৃদ্ধি ও ভাড়া বিনিময়ে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই নগর গড়ে তোলা।

৪.২.৬.৩ নগরে ডিজিটাল সেবা খাত, আইটি উদ্যোক্তা, ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.২.৬.৪ নগর-সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তথ্য ব্যাংক স্থাপন করা ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা।

৪.২.৬.৫ নাগরিকদের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অনলাইন সেবা, তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা।

৪.২.৬.৬ সরকারি কেনাকাটা, দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও চুক্তি ব্যবস্থাপনায় অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবস্থা (e-procurement) এবং পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৪.৩ নগরের আর্থসামাজিক উন্নয়ন

৪.৩.১ নগরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

৪.৩.১.১ সরকার এবং নগর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহে সর্বোচ্চ বিনিয়োগে সহযোগিতা ও পথ নির্দেশনা প্রদান করা।

৪.৩.১.২ নগরের যুব ও নারীদের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৪.৩.২ নগরের অর্থসংস্থান ও সম্পদ সমাবেশ

৪.৩.২.১ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আর্থিক নির্ভরতা হ্রাস ও নিজেদের প্রশাসনিক এলাকা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নগরের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল প্রণয়ন করা। প্রাথমিক অবস্থায় পুঁজি বিনিয়োগের (Capital Investment) মাধ্যমে মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণে সরকার কর্তৃক সহায়তা প্রদান করা।

৪.৩.২.২ নাগরিক ও পরিবেশের উপর নূন্যতম প্রভাব ফেলে এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক সৃজনশীল পন্থা উদ্ভাবন করা।

৪.৩.২.৩ ব্যক্তি মালিকানায় বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করাসহ পরিকল্পিত শিল্প এলাকা তৈরি, ব্যবসার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা এবং বিপণনে সহায়তা দেয়া। এই জন্য মাস্টার প্ল্যানে শিল্পের জন্য আলাদা এলাকা বরাদ্দ থাকা।

৪.৩.২.৪ অবকাঠামো ও সেবা উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কমিউনিটি উদ্যেগে গৃহীত পদক্ষেপকে সহায়তা প্রদান করা (যেমন: নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী পৌর সেবা প্রদান. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সামাজিক বিনোদনের সুযোগ তৈরি প্রভৃতি)।

৪.৩.২.৫ মহল্লাভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবসা ও সমবায় ব্যবস্থা, স্থানীয় বিনিময় ব্যবস্থা, মহল্লাভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রভৃতিকে উৎসাহিত করা।

৪.৩.২.৬ আনুষ্ঠানিক পুঁজিতে ক্ষুদ্রব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহজগম্যতা নিশ্চিত করা। তাদেরকে সহায়তার জন্য অন্যান্য সহায়ক উদ্যোগ গ্রহণ (যেমন : পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, জায়গার ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সুযোগ, তথ্যকেন্দ্র স্থাপন, ইত্যাদি) করা।

৪.৩.২.৭ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষ ও কার্যকর করা।

৪.৩.২.৮ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করার মাধ্যমে কর প্রদানের হার ও কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি ও সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৪.৩.৩ নগরকেন্দ্রিক সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি

৪.৩.৩.১ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় জাতীয়ভাবে সামাজিক সুরক্ষাবেষ্টনী-বিষয়ক কার্যক্রম প্রচলনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এর আওতায় দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আবাসন সুবিধা প্রদানসহ সামাজিক ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.৩.৩.২ নগরীর দরিদ্র মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ও নাগরিক সুরক্ষার ঘাটতি পূরণে একটি বিশেষ রূপরেখা প্রণয়ন করা।

৪.৩.৩.৩ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্মসংস্থান ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, হকার, অন্যান্য শ্রমজীবী ও কর্মজীবী মানুষের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল নির্ধারণ করা এবং এ ধরনের বিশেষায়িত এলাকায় পরিকল্পিত বসতি উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৩.৩.৪ অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষের (যেমন : হকার, দিনমজুর, কারিগর, প্রতিবন্ধী, পথবাসী, নারী প্রভৃতি) আয়ে প্রতিবন্ধক কোনো আইনগত ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে না বরং অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মকান্ডকে সহায়তা দানের জন্য সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.৩.৩.৫ স্থানীয় সঞ্চয় সঠিকভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কমিউনিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে সঠিকভাবে পরিচালনায় উৎসাহিত করা।

৪.৩.৩.৬ নগরে বসবাসরত ভাসমান অধিবাসীর অঞ্চল ও ওয়ার্ডভিত্তিক নাগরিকদের চিহ্নিত করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

৪.৩.৩.৭ শহরে বসবাসরত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসীদের একটি তথ্যব্যাংক তৈরি করে তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা ও আয়বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ নিতে বাৎসরিক বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা।

৪.৪ নগর সুশাসন

৪.৪.১ বিকেন্দ্রীকরণ

৪.৪.১.১ স্থানীয় সরকারের জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্রমবর্ধমান নগরকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শক্তিশালী করা।

৪.৪.১.২ স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদানের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং টেকসই নগরায়ণের জন্য প্রশাসনিক, কারিগরি, আর্থিক ও আইনি সামর্থ্য বৃদ্ধি, ও যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে সেবা প্রদানের ক্ষেত্র বিবেচনায় স্থানীয় সরকারের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং যোগ্য ও যৌক্তিক হারে জনবল নিয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করা।

৪.৪.১.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রকল্প ও প্রোগ্রামের কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প সমন্বয় ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা, শহরের অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি এড়ানো এবং শহরের কৌশলগত লক্ষ্য ও দাতাদের অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা।

৪.৪.১.৪ সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে উপযুক্ত পর্যায়ের সদস্য ও প্রতিনিধি সমন্বয়ে জাতীয় নগর উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা। এই কাউন্সিল নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। কাউন্সিলকে সহায়তা করার জন্য একটি নগর উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে।

৪.৪.১.৫ জাতীয় নগর নীতি বাস্তবায়নে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন (কাউন্সিল ও বিভাগ) ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নগর পরিকল্পনাবিদসহ অন্যান্য পেশাজীবীদের স্থায়ী পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৪.২ জেন্ডার সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) নগর

৪.৪.২.১ সরকার কর্তৃক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO) পাড়া/মহল্লাভিত্তিক সংগঠন (CBO), মহিলা সংস্থা ও অন্যান্য আগ্রহী সংস্থার সহযোগিতায় জেন্ডার ও প্রতিবন্ধী সংবেদনশীল প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার কৌশল প্রণয়ন করা।

৪.৪.২.২ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে নারী, শিশু ও প্রবীণদের চাহিদাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নগর গড়ে তোলা।

৪.৪.২.৩ নগরীতে প্রতিটি এলাকায় নারী ও কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে নির্যাতন ও সহিংসতা, বাল্যবিবাহ এবং বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলা।

৪.৪.২.৪ প্রতিবন্ধী, থার্ড জেন্ডার ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং একক নারীনির্ভর পরিবারের জন্য নগর পরিষেবায় সমতাভিত্তিক প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা।

৪.৪.২.৫ সকল প্রকল্প, সেবার সুবিধাভোগী (Beneficiary), ক্ষতিগ্রস্তদের (Victim) বয়স ও জেন্ডারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

৪.৪.২.৬ কর্মজীবী মায়েদের শিশু লালন-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। কর্মজীবী নারীদের জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা।

৪.৪.২.৭ থার্ড জেন্ডারদের নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.৪.২.৮ যুব শ্রেণির সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা ও দেশ গঠনমূলক নানাবিধ স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নেতৃত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করা।

৪.৪.২.৯ বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সহায়তায় পারিবারিক পরামর্শকেন্দ্র স্থাপন, সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং নিম্ন ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করা।

৪.৪.২.১০ নাগরিক সেবাপ্রাপ্যতা সহজ ও নাগরিকবান্ধব করার লক্ষ্যে সকল ওয়ার্ডে সরকারি নগর সেবার তালিকা সকল সময়ে বিলবোর্ডে দৃশ্যমান রাখা।

৪.৪.২.১১ শহরে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য সকল ক্ষেত্রে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, শালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিতকরণ, একই কাজের জন্য সবার একই মজুরি, ঘরে ও বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা, সকল প্রকার বৈষম্য, সহিংসতা এবং হয়রানি বন্ধের ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.৪.২.১২ নগর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাকে টেকসই করার লক্ষ্যে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় পর্যায়ে থার্ড জেন্ডার এবং মহিলাসহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।

৪.৪.২.১৩ প্রবীন নাগরিকদের সেবা সহজীকরণ এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক কমিউনিটি সেন্টার/কালচারাল সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.৪.৩ যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও সংশোধন

৪.৪.৩.১ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নাগরিক কমিটির ক্ষমতায়ন করা।

৪.৪.৩.২ নগর স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য এবং 'Conflict of Interest' রোধের জন্য আইন করা। এছাড়াও স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য 'Code of Ethics' প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৪.৪.৩.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় দ্বৈততা পরিহার করার জন্য ইমারত ও অবকাঠামো নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ এবং মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য আইন ও বিধিসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

৪.৪.৩.৪ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী নগর ও শহর ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় নগর, গ্রামীণ ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪.৪.৩.৫ দেশের সকল শহরের ইমারত নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য প্রচলিত আইন ও বিধিসমূহ হালনাগাদ অথবা নতুনভাবে প্রণয়ন করে প্রতিটি শহরের জন্য উপযোগী বিধি প্রণয়ন।

৪.৪.৩.৬ স্থানীয় সরকারের সেবার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকারের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

৪.৪.৩.৭ বেসরকারি খাত, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, এনজিও এবং উপানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক কার্যকর ও ব্যয়সাশ্রয়ী নগর পরিবেশ বিষয়ক সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার ও জনপ্রশাসনকে এ বিষয়ে (আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক) সহায়তা প্রদান করা।

৪.৪.৩.৮ নগরে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিতদের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তা বাস্তবায়ন করা।

৪.৪.৪ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

৪.৪.৪.১ নগর সংক্রান্ত গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সরকারি অর্থ বরাদ্দ করা।

৪.৪.৪.২ নগর নিয়ে গবেষণা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নগর ও অঞ্চল/গ্রামীণ পরিকল্পনা, অর্থনীতি, স্থাপত্য, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৪.৪.৩ সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নগর গবেষণা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা।

৪.৪.৪.৪ স্থানীয় সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যৌথ গবেষণাকে উৎসাহিত করা এবং এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণার জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ রাখা।

৪.৪.৪.৫ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, আইন ও পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নগর ও অঞ্চল/গ্রামীণ পরিকল্পনা, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ, বেসরকারি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থাকে নিয়োজিত করা।

৪.৪.৪.৬ প্রতিটি স্থানীয় নগর সরকার জনগণের ব্যবহার ও গবেষণার জন্য তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করবে যার কাজ হবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করা।

৪.৫ পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ুসহিষ্ণু পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৪.৫.১ পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ুসহিষ্ণু পরিকল্পনা

৪.৫.১.১ নগরের প্রতিটি কাজে পরিবেশ সুরক্ষা অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা। পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন, তার প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনকে প্রাধান্য দেওয়া।

৪.৫.১.২ প্রতিটি শহরের নিজস্ব স্থানিক পরিকল্পনায় 'জলবায়ু অভিযোজন' ও 'জলবায়ুর প্রভাব প্রশমন'-এর 'পরিকল্পনা' থাকবে এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

৪.৫.১.৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন বিষয়ে নিয়মিত প্রচারাভিযান ও কার্যক্রম পরিচালনা করা। জলবায়ুসহিষ্ণু নগর অবকাঠামো উন্নয়নে উদ্ভাবন ও জ্ঞানের আদান-প্রদানবিষয়ক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা।

৪.৫.১.৪ নগরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য যৌক্তিক অনুপাতে নীল-সবুজ এলাকা (Blue-Green Spaces) [১১]সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ (পুকুর, জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল, ঝিল, লেক, পাহাড়, বন্যা প্রবাহ এলাকা, উপকূলীয় জলাভূমি, প্লাবনভূমি, বন ও জীববৈচিত্র্য) সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহার করা এবং নগরে সবুজের আচ্ছাদন বাড়াতে নগর কৃষি ও শহুরে বন প্রচার ও প্রসার এবং ছাদ বাগানকে উৎসাহ প্রদান করা।

৪.৫.১.৫ নগরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে শহরগুলোতে প্রাকৃতিক উপায়ে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল এবং উপযুক্ত স্যুয়ারেজ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.৫.১.৬ শহরের অভ্যন্তরে নদী, খাল কিংবা জলাশয়গুলোকে জলকেন্দ্রিক বিনোদনকেন্দ্র অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জলযানের ব্যবস্থা করে পরিবেশ রক্ষা এবং আর্থিক আয়ের উৎস সৃষ্টি করা। দখলকৃত জলাশয়গুলোকে দখলমুক্ত ও জনবান্ধব করার পদক্ষেপ নেওয়া।

৪.৫.১.৭ সবুজ শহর তৈরির জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বায়ুর মান নির্দেশক (Air Quality Index–AQI) অনুসরণ করে প্রতিটি শহর বায়ুর মান মাত্রা নির্ধারণ-সাপেক্ষে নিয়মিত তদারকির জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক স্টেশন স্থাপনসহ যানবাহন, শিল্প, শক্তি ও অন্যান্য উৎস হতে সৃষ্ট দূষণ হ্রাসে আইনের যথাযথ প্রয়োগসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

[১১] নীল-সবুজ এলাকা (Blue-Green Spaces) বলতে নগর বা গ্রামীণ অঞ্চলের সেই সকল প্রাকৃতিক ও আধা-প্রাকৃতিক এলাকা বোঝানো হয়, যেখানে জলসম্পদ (Blue) ও সবুজায়ন/উদ্ভিদ আচ্ছাদন (Green) এই দুই উপাদান মিলিত থাকে এবং একে অপরের পরিপূরক ভূমিকা পালন করে।

৪.৫.১.৮শহরের Heat spot[১২]/Heat Island গুলো নির্ধারণ, পরিবেশের উন্নয়ন, তাপদাহ থেকে রক্ষা পেতে নানাবিধ সেবা সম্প্রসারণ (যেমন : বৃক্ষরোপণ, জলাধার সংরক্ষণ, রোদ ও তাপ নিরোধক সামগ্রী ব্যবহার করে অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি) করা।

৪.৫.১.৯ ব্যক্তিগত ও গণপরিবহণের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক যানকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার ও নগর স্থানীয় সরকার কর্তৃক আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৫.১.১০ সরকার কর্তৃক সর্বশেষ হালনাগাদকৃত Nationally Determined Contributions (NDC) অনুসারে নতুন ধারার পরিবহণ প্রযুক্তি যেমন : কম কার্বন নিঃসরণ করে এমন মোটর গাড়ি ও পরিবহণ সেবা, এবং ইলেকট্রনিক যানবাহনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

৪.৫.১.১১ বেসরকারি খাত, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (CBO), এনজিও এবং উপানুষ্ঠানিক (Informal) প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর ও ব্যয়সাশ্রয়ী নগর পরিবেশ বিষয়ক সেবা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা।

৪.৫.১.১২ জলবায়ুসহিষ্ণু অবকাঠামো তৈরিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং নগর স্থানীয় সরকারকে অংশীদারত্বের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতা অর্পণ করা।

৪.৫.১.১৩ নগরের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে পরিবেশবান্ধব Nature Based Solution[১৩] (NbS) ও Ecosystem Based Approach[১৪] কে উৎসাহিত করা।

৪.৫.১.১৪ জলবায়ু শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বৃদ্ধ, শিশু, কন্যাশিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও যুবদের জন্য নিরাপদ ও পরিকল্পিত স্থানান্তর নিশ্চিত করা এবং সবধরনের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া।

৪.৫.১.১৫ নগরের অভ্যন্তরীন কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নগর এবং জলাভূমির সবুজ এলাকার (Green Space[১৫]) পরিবেশগত সেবার আর্থিকমান (Economic Value of Environmental Services[১৬]) যাতে কমে না যায় তা নিশ্চিত করা এবং এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৪.৫.১.১৬ নগরের বর্তমান আবাসিক এলাকাসমূহে পর্যায়ক্রমে পরিবেশসম্মত সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা।

৪.৫.১.১৭ নগরের অভ্যন্তরীন প্রতিটি বহুতল ভবনে Rain Water Harvest এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৫.১.১৮ নগরের অভ্যন্তরীণ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Environmentally Critical Area – ECA[১৭]) এবং সংরক্ষিত এলাকা (Protected Area-PA[১৮])-সমূহে সরকারি তদারকি ও আইন প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করা এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা।

---

[১২] Heat Spot হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা ছোট এলাকা যেখানে তাপমাত্রা আশেপাশের এলাকা তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকে। এটি সাধারণত নগর বা শিল্পাঞ্চলে দেখা যায়।

[১৩] প্রকৃতি ও প্রকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে সমাজ ও শহরের সমস্যার সমাধান করা এবং টেকসই, জলবায়ু-সহিষ্ণু উন্নয়ন নিশ্চিত করা

[১৪] প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান ও কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে সমস্যা সমাধান এবং টেকসই, জলবায়ুসহিষ্ণু উন্নয়ন নিশ্চিত করার পদ্ধতি

[১৫] নগর বা জনবসতিপূর্ণ এলাকায় উন্মুক্ত এমন স্থান যা প্রাকৃতিক উদ্ভিদ, ঘাস, গাছপালা বা জলাশয় দ্বারা আচ্ছাদিত এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

[১৬] পরিবেশ বা প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে মানুষ যে সুবিধা ও সুবিধাজনক পরিষেবা পায় (যেমন পানি, বায়ু, মাটি, খাদ্য, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বন্যপ্রাণী সহায়তা) তার আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করার পদ্ধতি।

[১৭] এমন অঞ্চল যেখানে প্রাকৃতিক বা মানব-সৃষ্ট কারণে পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য বা মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবিকা বিশেষ ঝুঁকির মধ্যে আছে। এসব এলাকায় উন্নয়ন সীমিত বা কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে

[১৮] এমন অঞ্চল যা সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য বা ঐতিহাসিক/সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রক্ষার জন্য আইনি সুরক্ষা পায়।

৪.৫.১.১৯ নগরের পানিসম্পদের ব্যবহার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ, পরিবেশগত প্রবাহ (Environmental Flow) বজায় রাখা এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর বিরূপ প্রভাব নিরসন করা।

৪.৫.১.২০ নগরের উজানের অববাহিকা (Catchment) হতে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকায় তা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.৫.১.২১ নগরের অভ্যন্তরীণ প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনঃব্যবহার পদ্ধতি প্রচলন এবং এই বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.৫.১.২২ প্রাকৃতিক উপায়ে নগরের ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ/পুনসঞ্চায়ন (Managed Ground Water Recharge- MAR[১৯]) বৃদ্ধি করা এবং এক্ষেত্রে নগরের অভ্যন্তরীন কৃষি উৎপাদন, শিল্পোৎপাদন ও অন্যান্য কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

৪.৫.১.২৩ নগরের ব্যবহৃত পানি পরিশোধনের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার করা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪.৫.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৪.৫.২.১ নগর উন্নয়ন সম্প্রসারণ ও সেবা পরিকাঠামো পরিকল্পনায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকিকে বিবেচনায় আনা।

৪.৫.২.২ দুর্যোগ ঝুঁকি মানচিত্র উপর ভিত্তি করে নগর এলাকার বহুমাত্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.৫.২.৩ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহকে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্ষম করে তোলা এবং এসব পরিকল্পনার সঙ্গে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর কার্যকর সমন্বয় সাধন করা।

৪.৫.২.৪ দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি, দ্রুত সাড়া প্রদান ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

৫। জাতীয় নগর নীতি ২০২৫-এর বাস্তবায়ন

৫.১ প্রতিটি নীতি বাস্তবায়নে প্রযোজ্য অংশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কাজ করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সে আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতির আওতায় উপযুক্ত কৌশল ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এক্ষেত্রে, ভৌগোলিক একক বা গ্রিডভিত্তিক কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.২ এই নীতি প্রয়োজনের নিরিখে সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হবে।

[১৯] জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে অতিরিক্ত বা বর্ষাজল নিরাপদভাবে মাটির গভীরে পুনঃস্থাপন করা হয়, যাতে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনরায় পূর্ণ হয় এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব কমানো যায়।